দাদা বাবুর রাজনীতি

বোদ্ধা

অবশেষে দাদা বাবুর আসল পরিচয়টা কিছুটা পাওয়া গেল। ধূর্ত এই দাদাবাবুকে অবশ্য কেউ কেউ টের পেয়েছেন বেশ আগেই। দাদাবাবুর রাজনৈতিক পরিচয়টাও অনেকের জানা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নামটাও খুব সুন্দর, মুক্তমন, মুক্ত বাতাস, ফ্রি থিঙ্কার, আহা কি নিস্পাপ বেচারা নাম। সহজ সরল মানুষকে প্রতারণা করার দারুন রাজনীতি।

কি নিদারুন মিথ্যাচারটাই শেষ পর্যন্ত করে গেলেন। দাদা বাবুর মতে ভারতে নাকি দাঙ্গা হয় কারণ ভারতে হিন্দু মুসলিম দু'পক্ষই শক্তিশালি। আর বাংলাদেশে হয় কচুকাটা! মুসলিম বলেই ভারতে কাউকে চাকুরী থেকে বঞ্চিত করা হয় বলে *দাদাবাবুর মনে হয় না*। আহা হা, কি দারুন মনে হওয়াটা??!!

কলকাতায় সি.পি.এম এর *সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের* (?) কারণে নাকি মুসলমানরা একটু বেশীই সুবিধা পেয়ে থাকেন। হুমমমম... খুব সুসংবাদ তো। সি.পি.এম এর প্রতি দরদের কাহিনী অবশ্য অস্পষ্ট ছিল না। দাদাবাবু মনে করেন চাকুরীর ব্যাপারটা ***সমর বাবু ভাষা ভাষা*** (ভাসা ভাসা) দেখেছেন। কিন্তু দাদাবাবুই দেখেছেন খুব ডুবা ডুবা। কারন তিনি তো গভীর জলের মাছ।

দাদা বাবুকে শেষ পর্য্যন্ত কিছু সত্য কথা বলতেই হলো। উমমম!! তাহলে অন্য সময় যা বলে যাচ্ছেন সেগুলো সত্য নয়..??? দাদা বাবু, ভারতের প্রেসিডেন্ট এবং ফারুক আবদুল্লাহসহ বেশ কিছু বাঘা বাঘা নাম উল্লেখ করে প্রমাণ করলেন যে তাঁর প্রাণপ্রিয় পবিত্র দেশটি কত নিরপেক্ষ!! আচ্ছা দাদা বাবু, আপনার সাঙ্গ পাঙ্গ, কুদ্দুস খান, আবুল কাসেম, কামরান মির্যা, জামাল হাসান, তাসলিমা নাসরিন এরা কি মুসলমান? আপনার পবিত্র ভূমির সরকার যদি এদের সবাইকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদে স্থান দেয়, দেয়াটা যদিও অসম্ভব কিছু নয়, আর বলে যে, হেই অচ্ছুতের জাত দেখ, শুধু তোগো ধর্ম নয় তোগে দেশ থেকেই মন্ত্রি বানাইছি...!!! আব্দুল কালাম আর ফারুক আবদুল্লাহরা এ ধরনেরই মুসলমান। ভারতের মুসলমানরা ফারুক আব্দুল্লাহকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই জানে।

দাদা বাবু মুসলমান এবং হিন্দুদের শিক্ষার হার সুচতুরভাবে এমনভাবে তুলে ধরলেন যে তিনি বুঝাতে চাইলেন মুসলমানরা লেখাপড়া করে না। আর হিন্দুরা খুব করে। কথাটা কি বরং এ নয় যে, মুসলমানদের সন্তানরা যারাই লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে তারা উচ্চতর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে, ভারতের অনেক সেবা করেছে। মুসলমানের সন্তানরা ভারত সরকার এবং জনগনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, ভারতকে নিজের দেশের মত ভালবেসেছে। যেটা আমাদের দাদাবাবুরা পারেন নি। বাংলাদেশের হিন্দু মুসলিম তুলনা করা অভিপ্রায় আমার ও ছিল না। কিন্তু দাদা বাবুদের মত কিছু ধূর্ত চরিত্রের লোকের ইতিহাস এবং কর্মকান্ড আমাদের জানা দরকার। যেখানেই দাদাবাবুদের একটু শক্তি আছে সেখানেই দাদাবাবুরা মুসলমানদের এমন নির্যাতন করেছে যে, *একজন মুসলমান তাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় পা দিলে দাদা বাবুরা সে স্থানকে গোবরের প্রলেপ দিয়ে পবিত্র করেছেন।* একজন মুসলমান কোন টিউবওয়েলে পানি খেলে তার পরে আসা দাদাবাবুরা সে টিউবওয়েল ধৌত না করে আর পানি খাননি। এগুলো আমাদের এবং আমাদের বাপ দাদাদের অনেকের দেখা। (দ্রষ্টব্যঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ।) এমনি অমানবিক আচরণ আজো চলছে ভারতে।

আমাদের দাদা বাবু অবশ্য তেমন ফেনাটিক নন। তিনি বলে যাচ্ছেন যে, তাঁর লড়াই সকল ধর্মের বিরুদ্ধে। কিন্তু দাদাবাবুর রাজনীতিটা এখানে খুব সুক্ষ্ম। বাংলাদেশে ধর্মের বিরোধিতা করলে সেটা স্বভাবতই গিয়ে গড়াবে মুসলমানদের উপর। যেমন বি, এন,পি আমলে কেউ হরতালের বিরোধীতা করলে সেটা স্বভাবতই গিয়ে পড়বে বিরোধী দলের উপর। আওয়ামী আমলে আওয়ামী বুদ্ধিজীবিরা যাঁরা হরতালের বিরুদ্ধে কথা বলতেন এখন আর তাঁরা কথা বলেন না। এটাই রাজনীতি। আমাদের দাদা বাবুরা এভাবেই রাজনীতি করেন। আর তাছাড়া দাদা বাবুর কোরান গবেষনা (?) দেখলে তো তা স্পষ্টই হয়ে উঠে।

তিনি নিতান্তই শখের বশেই পুজা পার্বনে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কৌতুক মনে পড়ে গেল। একদিন এক ভদ্রলোক একত্রে দুটো সিগেরেট টানছেন দেখে তার পরিচিত অন্য ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন তিনি কেন একত্রে দুটো সিগেরেট টানছেন। তখন ধুমপায়ী ভদ্রলোকের উত্তর ছিল এই যে, তিনি তাঁর প্রয়াত এক চেইন স্মোকার বন্ধুর স্মরণে আরেকটি সিগারেট টানছেন। এর কিছুদিন পর একদিন এই ধুমপায়ী ভদ্রলোক আজ মাত্র একটি সিগারেট টানছিলেন, তখন সেই পরিচিত পুরনো ভদ্রলোক কালক্রমে আবার সেখানে উপস্থিত। ধুমপায়ী ভদ্রলোককে আজ একটি মাত্র সিগারেট টানতে দেখে বললেন, কি ভাই এত সকাল আপনার বন্ধুকে ভুলে গেলেন? তখন ধুমপায়ী ভদ্রলোকের উত্তর ছিল, ”না না, বন্ধুকে ভুলবো কেন, আমি তো সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমি তো এখন বন্ধুরটাই খাই।? তাই বলছিলাম আমাদের দাদা বাবুরা তো হিন্দু নন, পুজা পার্বনে যান না। মাঝে মধ্যে একটু শখের বশে যান আর কি।

সুপ্রিয় পাঠক, আমরা চাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্পীতি বজায় থাকুক। হিন্দু মুসলিম-খৃষ্টান সমান অধিকার নিয়ে বাচুক। কিন্তু, এই ধুর্ত দাদা বাবুদের রাজনীতির শিকার বাংলাদেশের নিরীহ জনগন। সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতা এরাই করে। বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত এবং অমার্জনীয়। বাংলাদেশে হিন্দুরা ভারতের মুসলমানদের তুলনায় অনেক ভাল আছে। বাংলাদেশে হিন্দুরা ভাল থাকুক এটা আমাদের সবারই কাম্য হওয়া উচিত। সাথে সাথে ভারতের মুসলমানরাও ভাল থাকুক সেটাও আমরা চাই।

দাদাবাবুদের যারা নিরপেক্ষতার নামে, মুক্তচিন্তা, মুক্তমনের নামে রাজনীতি করছেন সেটা ও নিঃসন্দেহে অন্যায়। আপনি যখন কথা বলবেন আপনার পরিচয় জানার অধিকার আমার আছে। আপনি কোন মতলবে কি বলছেন সেটা পাঠকদেরকে বুঝতে হবে। আপনি যদি মুসলমান হন, স্বীকার করুন আপনি মুসলমান, আপনি যদি হিন্দু হোন বলুন আমি হিন্দু। কাউকে যদি আপনার অসহ্য লাগে তাও বলুন। ইসলাম বা মুসলমানদেরকে দেখলে বা নাম শুনলে যদি আপনার মেজাজ খারাপ হয় তাও বলুন। পাঠক জানুক আপনি কখন কি বলছেন।